আলমডাঙ্গার বেলগাছি পালপাড়ার মন্দির ধ্বংসের মুখে, ৫০ বছরেও হয়নি সংস্কার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি পালপাড়ায় অবস্থিত পালবাড়ির ঐতিহ্যবাহী হরি মন্দিরটি দীর্ঘ ৫০ বছরেও কোনো সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শতবর্ষী এই ধর্মীয় উপাসনালয়টি এখন টিকে থাকার সংকটে রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মন্দিরটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কারকাজ হয়নি। ফলে সময়ের আবর্তে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এই পুরোনো ধর্মীয় স্থাপনাটি। এলাকায় সংখ্যালঘু কয়েকটি পরিবারের বসবাস। তাদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে মন্দিরটির সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরোনো কাঁদামাটির গাঁথুনিতে নির্মিত মন্দিরটির দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ইট খসে পড়ছে, পলেস্তারা উঠে গিয়ে ভেতরের কাঠামো উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত টিনের চাল মরিচা পড়ে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে ছাদ দিয়ে পানি পড়ায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বেড়ে যায়।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুকুমার কুমার পাল বলেন, “পূর্বপুরুষের আমল থেকে এই মন্দিরটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা দেখভাল করার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন বড় ধরনের সংস্কার না হলে মন্দিরটি টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার পাল বলেন, “প্রতি বছরই শুনি বরাদ্দ আসবে, কাজ হবে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও চোখে পড়ার মতো কোনো কাজ হয়নি। বরাদ্দ এসে থাকলে সেই অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে, তার হিসাব মানুষের সামনে আসা দরকার।”

স্থানীয় বাসিন্দা কাছেদ আলী বলেন, “বহুবার শুনেছি সরকারি বরাদ্দ এসেছে। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও মন্দিরে কোনো কাজ হতে দেখিনি। টাকা কোথায় যায়, এলাকার মানুষ তা বোঝে; শুধু মুখ খুলতে পারে না। কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্ড সদস্যদের মাধ্যমেই সাধারণত এ ধরনের বরাদ্দসংক্রান্ত কাগজপত্র পরিচালিত হয়। তবে বরাদ্দের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবঞ্চিত এই মন্দিরটি শুধু একটি উপাসনালয় নয়; এটি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিবছর এখানে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তবে মন্দিরটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে দর্শনার্থী ও ভক্তদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মীয় স্থাপনাটি রক্ষায় দ্রুত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান ও সংস্কারকাজ শুরু করতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির ব্যারাক থেকে বিজিবি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ব্যারাক থেকে মো. আজিজুর রহমান নামের এক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত আজিজুর রহমান চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) একজন নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গতকাল শনিবার দুপুর ৩টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, একজন বিজিবি সদস্য আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলেও জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুল ইসলাম বলেন, ব্যারাকের একটি কক্ষ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রশি ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, নায়েক আজিজুর রহমান মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। এ কারণেই তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ঘটনার পর পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পাশাপাশি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি: ৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে জয়রামপুর চায়ের হাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ। তিনি জীবননগর উপজেলার শাপলাকলিপাড়া এলাকার আরফান আলির ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, বিপুল পরিমাণ মাদক বহন করে একটি যাত্রীবাহী বাস চুয়াডাঙ্গার দিকে আসছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অধিদপ্তরের একটি বিশেষ দল দামুড়হুদার জয়রামপুর এলাকায় অবস্থান নেয়।

পরে ঢাকা থেকে জীবননগরগামী পূর্বাশা পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-ব-

১২-৫৯৫৯) একটি বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় সন্দেহভাজন যাত্রী আব্দুল্লাহকে আটক করে তার কাছ থেকে ৩ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অভিযানে তার ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক কারবারিদের আইনের আওতায় আনতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে মনোনীত হওয়ায় শরিফুজ্জামান শরিফকে সংবর্ধনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফকে এক বর্ণাঢ্য গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন।

গণসংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক শরিফুজ্জামান শরিফ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পিটু, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক সেলিমুল হাবিব প্রমুখ।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর

বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদুল হক, যুবদলের আহ্বায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, সদস্যসচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নাজিমুদ্দিন মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্যসচিব রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলম শাহ, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদার হোসেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনির হোসেন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুজ্জোহা মিল্টন, বাড়াদী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের নেতা তোবারক হোসেন, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বিপ্লব হোসেনসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি-সম্পাদকগণ।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌর বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলসহ অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা শেষে নবনিযুক্ত প্রশাসককে নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ বলেন,

“আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, দূর-দূরান্ত থেকে আসা আমার প্রাণপ্রিয় দলীয় সহকর্মী, বীর জনতা এবং উপস্থিত সাংবাদিক ভাইয়েরা সবার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা।

আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান ও ভালোবাসায় সিক্ত করলেন, তার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে আমার এই নিয়োগ আসলে কোনো ব্যক্তিগত পদ বা ক্ষমতার বিষয় নয়; এটি চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণ এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির ত্যাগী নেতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও ত্যাগের ফসল।”

শরিফুজ্জামান শরিফ আরও বলেন, “১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারিনি। বিজয়ী করতে না পারার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পরাজয়ের পর অনেকেই খুশি হয়েছেন, অনেকেই বলে বেড়িয়েছেন আমরা ছাড়া পাশ করা সম্ভব নয়।

অনেকেই সরাসরি বিরোধিতা করেছেন, আবার অনেকে গোপনে বিরোধিতা করেছেন।

আমি একটি বার্তা আপনাদের দিতে চাই। ২০০৮ সালে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন অহিদুল ইসলাম বিশ্বাস। জামায়াতে ইসলামীসহ ১৮-দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে আমরা এক লাখ ভোট পেয়েছিলাম।”

তিনি বলেন, “আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, জেলা পরিষদকে আমি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত এবং জনবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব। অতীতে যারা জেলা পরিষদকে নিজেদের পকেট ভারী করার মাধ্যম বানিয়েছিল, তাদের দিন শেষ। এখন থেকে প্রতিটি বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গার রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন তা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, সে জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই।

দলের মধ্যে কোনো গ্রুপিং করবেন না। অতীতে আমরা গ্রুপিংয়ের কারণে এই আসনটি হারিয়েছি। আসনটি পুনরুদ্ধার করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। দেশের এই ক্রান্তিকালে আমাদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। কোনো ধরনের অন্যায় বা অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

আমি আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য। আপনারা যেভাবে অতীতে সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দলের পতাকা ধরে রেখেছিলেন, আগামীতেও ঠিক সেভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গাকে একটি সমৃদ্ধ ও মডেল জেলায় রূপান্তর করতে আমাকে সহযোগিতা করবেন।”

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে পুশইন উত্তেজনা, কঠোর অবস্থানে বিজিবি

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কথিত ‘পুশইন’ ইস্যু সাম্প্রতিক সময়ে নতুন করে উত্তেজনা ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলা ভাষাভাষী নারী, পুরুষ ও শিশুকে ‘অবৈধ অভিবাসী’ বা ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ পরিচয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ ক্রমেই বাড়ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা পুশইন ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সীমান্তে টহল জোরদার করার পাশাপাশি যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে লোকজনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টার আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তারা ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছে। দর্শনা, জীবননগর ও দামুড়হুদা উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরা ও অত্যাধুনিক সরঞ্জামের সাহায্যে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে।

সীমান্তবর্তী এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিজিবির উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা করা হচ্ছে। সভায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুরোধ করা হয়েছে, রাতে অপরিচিত বা সন্দেহভাজন কাউকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখলে দ্রুত বিজিবি ক্যাম্প বা নিকটস্থ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, “সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পারাপার প্রতিরোধে বিজিবির নিয়মিত অভিযান ও টহল কার্যক্রম অব্যাহত

রয়েছে। সীমান্তের সার্বিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সীমান্ত এলাকায় পাটক্ষেত ও ফসলি জমির কারণে কিছুটা নজরদারির জটিলতা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টহল কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। কৃষকদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম বা পুশইনের কোনো সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না

দর্শনায় মাদকের টাকা না পেয়ে জামাতার হামলায় শ্বশুরসহ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক সেবনের টাকা না পেয়ে বিরোধের জেরে জামাতা ও তার ভাইয়ের হামলায় শ্বশুরসহ একই পরিবারের তিনজন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে দর্শনা উপজেলার দোস্তগ্রাম আমতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, দোস্তগ্রাম আমতলা মোড় এলাকার আলমগীর হোসেন বাবু, তার মেয়ে নয়নতারা এবং ছেলে কামরুল ইসলাম। আহতদের মধ্যে আলমগীর হোসেন বাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অভিযুক্তরা হলেন, একই এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে ও আলমগীর হোসেন বাবুর বড় মেয়ের স্বামী মো. ইউসুফ আলী এবং তার ভাই মো. ইসমাইল হোসেন বাবু।

ভুক্তভোগী কামরুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, তার দুলাভাই ইউসুফ আলী দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদক সেবনের জন্য টাকা না পেয়ে তিনি তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালানো হয়।

আহত আলমগীর হোসেন বাবু বলেন, আমার বড় জামাই মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য প্রায়ই আমার মেয়েকে মারধর করে। এদিনও মারধর করেছে। বিষয়টি জানতে চাইলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে

এসে কুপিয়ে জখম করে।

থানায় লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ঘটনার রাতে অভিযুক্তরা বসতবাড়িতে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করে। একপর্যায়ে ইসমাইল হোসেন বাবু ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে আলমগীর হোসেন বাবুর মাথায় কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। বাবাকে রক্ষা করতে গেলে কামরুল ইসলামও হামলার শিকার হয়ে বাম হাতে গুরুতর জখম হন। এ সময় বাধা দিতে গেলে নয়নতারাও মারধর করা হয়।

আহতদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা খুন-জখমের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দর্শনা থানা পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে: আইনমন্ত্রী

সম্প্রতি আলোচিত রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম আগামী ১ জুন থেকে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। সোমবার চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, “রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্তকে ঘটনার সাত ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আমরা বলেছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট দেওয়া হবে এবং সেটি হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত আদালতের ছুটি থাকলেও নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত আদালতগুলো খোলা রাখার

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ১ জুন থেকেই রামিসা হত্যা মামলার বিচার শুরু হবে।”

এসময় এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা নাসির উদ্দিন পাটোয়ারীর ওপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে আইনমন্ত্রী বলেন, “এ ধরনের আচরণ কেউ কামনা করে না, এটি শোভনীয়ও নয়। এনসিপির সঙ্গে যা ঘটেছে, তা রাজনৈতিকভাবেই দেখা হচ্ছে।”

এর আগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে কবির স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন আইনমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার। পরে নজরুলবিষয়ক আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবির খান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ এবং দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুসহ অন্যরা।

চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মোট ২৪টি স্কুল-কলেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লুৎফুন নাহার। এ সময় তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার

কেদারগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ, শাহাদৎ হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও কিন্ডারগার্টেন এবং কেদারগঞ্জ বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ অপরিষ্কার থাকায় সেখানে তিনি নিজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে আগামী শনিবারের মধ্যে সকল প্রকার ময়লা- আবর্জনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি ঠিক করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

অন্যদিকে, চুয়াডাঙ্গা কেদারগঞ্জ বাজারের পাশে প্রবাহমান মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়ে পড়ে থাকা বাজারের সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে এবং ভবিষ্যতে সেখানে পুনরায় ময়লা-আবর্জনা ফেললে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি প্রদান করেন। আগামী শনিবারের মধ্যে কেদারগঞ্জ বাজারের ময়লা-আবর্জনা মাথাভাঙ্গা নদীর পাড় থেকে অপসারণ করতে চুয়াডাঙ্গা পৌর প্রশাসককে নির্দেশনা দেন।

এ সময় তিনি বাজারে বিক্রিত মাংসের দোকানসহ অন্যান্য দোকানে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং সকল ব্যবসায়ীকে নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার অনুরোধ জানান।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর প্রশাসক শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মনি, চুয়াডাঙ্গা জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের রোভারবৃন্দ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ১০ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ আতিয়ার নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

আটক আতিয়ার (৪০) দামুড়হুদা উপজেলার দশমীপাড়ার মৃত হযরত আলীর ছেলে। বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বদরুল হাসানের নেতৃত্বে দামুড়হুদা দশমীপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক ব্যবসায়ী আতিয়ারকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ি তল্লাশি করে ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বদরুল হাসান বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় শুরু আম সংগ্রহ, আমে রাসায়নিক বা ফরমালিন মেশালে কঠোর ব্যবস্থা

চুয়াডাঙ্গায় শুরু হলো আম সংগ্রহ মৌসুম। বুধবার শহরের মহলদার আম্রকানন বাগানে চলতি আম মৌসুম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

আম সংগ্রহের আগে আমের গুণগত মান ও রাসায়নিক মুক্ত আম যাতে বাজারে যায়। সেজন্য মহলদার আম বাগান ঘুরে পরিদর্শন করেন, জেলা প্রশাসক। এরপর গাছ থেকে আম পেরে আমের মৌসুম উদ্বোধন করা হয়। এসময়

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে জেলা আম ব্যবসায়ি ও আম আম বাগান মালিক সমিতি।

আম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৩ মে থেকে আটি, গুটি ও বোম্বাই জাতের আম সংগ্রহ করার মধ্যদিয়ে আম সংগ্রহ মৌসুম শুরু হলো। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জাতের আম সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে ২০ মে হিমসাগর, ২৫ মে ল্যাংড়া, ৫ জুন আম্রপালি, ১৫ জুন ফজলি, ২০ জুন হাড়িভাঙা, ২২ জুন ব্যানানা, ৩০ জুন আশ্বিনা ও বারি-৪, ৫ জুলাই কাটিমন এবং ৩১ জুলাই থেকে গৌড়মতি আম সংগ্রহ শুরু হবে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার বলেন, ‘ফলের রাজা আম। অপরিপক্ক আম যাতে কোনো বাগান মালিক সংগ্রহ না করে সেই ব্যাপারে কৃষি বিভাগ তদারকি করবে। পরিপক্ব আম যাতে বাজারে আসে এবং নিরাপদ আম ও রাসায়নিক মুক্ত আম বাজারে বিক্রি হয়, সেই ব্যাপারে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। এই মৌসুমেও জেলার উৎপাদিত আম সারাদেশের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে।’

উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, ‘নির্ধারিত ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার আম বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। ক্যালেন্ডারের ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমে কোনো ধরনের রাসায়নিক বা ফরমালিন মেশানোর প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ জন্য জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত নিয়মিত বাজার তদারকি করবে বলেও জানান তিনি।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচাল(উদ্যান) দেবাশীষ কুমার দাস, সহকারী কমিশনার আব্দুল্লাহ আল শামীম, প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, আম চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মহলদার, সহ-সভাপতি আব্দুল করিমসহ স্থানীয় চাষি ও ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, চলতি মৌসুমে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ২ হাজার ২০৩ হেক্টর জমিতে আম চাষ করা হয়েছে। এ বছর জেলায় প্রায় ৩০ হাজার ৮৪২ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।